

# ইসলাম আপনাকে যেভাবে দেখতে চায়

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)

ভাষান্তর : ফরহাদ খান নাদিম



**গার্ডিয়ান**

পাবলিকেশনস

# সূচিপত্র

আল্লাহওয়ালা মানুষ গঠন	১১
◇ ঈমান ও বিশ্বাস	১১
◇ ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠান	১৪
◇ চরিত্র ও নৈতিকতা	১৭
◇ আইন ও আইনের উদ্দেশ্য	২০
◇ প্রচার ও প্রসার	২৩
◇ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা	২৭
◇ নির্মাণ ও উৎপাদনশীলতা	৩৫
আদর্শ পরিবার গঠন	৪০
◇ ক্ষতিকর ও আদর্শবিবর্জিত ধারণা	৪০
◇ ইসলামে বিবাহের বিধান	৪১
◇ বিবাহের উদ্দেশ্য	৪২
◇ যারা বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য কিছু উপদেশ	৪৯
আদর্শ সমাজ বাস্তবায়ন	৬৫
◇ মৌলিক মূল্যবোধসমূহ	৬৫
◇ ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ	৭১
◇ সহানুভূতি ও সহমর্মিতা	৭৩
◇ স্বনির্ভরতা ও সংহতি	৭৫
◇ পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও সদুপদেশ	৭৬
◇ পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচার	৭৬
◇ ন্যায়বিচার	৭৭
◇ উন্নত সমাজ	৭৮
◇ উন্নয়ন ও জীবনের উদ্দেশ্য	৭৮
◇ জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭৯
◇ সমন্বিত উন্নয়ন	৭৯
আদর্শ জাতি গঠন	৮১
◇ কুরআনে উল্লিখিত মুসলমানদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য	৮৩
◇ জাতীয় চেতনায় বিশ্বাস	৯১

◈ হাসান আল বান্না (রহ.)-এর দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ	৯৩
◈ আরববাদের বৈশিষ্ট্য	৯৬

## আদর্শ রাষ্ট্র গঠন ৯৭

◈ ইসলাম যা বলে	৯৯
◈ ঐতিহাসিক দলিল	১০২
◈ ইসলামের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থেকে দলিল	১০৫
◈ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা	১১০

## মানবতার সমৃদ্ধিতে ইসলাম ১১২

◈ মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত	১১৫
◈ ভ্রাতৃত্ব ও সমতা	১১৭
◈ সকলের প্রতি ন্যায়বিচার	১২০
◈ বিশ্বশান্তি	১২৩
◈ অমুসলিমদের প্রতি সহিষ্ণুতা	১২৮
◈ সহনশীলতার সর্বোচ্চ মাত্রা	১৩১
◈ সহনশীলতার স্পৃহা	১৩২
◈ সহনশীলতার মৌলিক চিন্তা	১৩৪

# আল্লাহওয়ালা মানুষ গঠন

ইসলামের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহওয়ালা মানুষ গঠন করা। এই মানুষ সর্বদা আল্লাহর নজরবন্দিতে থাকবে, যাকে আল্লাহ তায়ালা সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন, যাকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, দুনিয়ার সবকিছু যার অনুবর্তী করা হয়েছে। সে হবে এমন মানুষ, যার মধ্যে মানবতার যাবতীয় গুণাগুণ বিদ্যমান থাকবে; পাশবিকতার ন্যূনতম গন্ধও থাকবে না। এমন মানুষ দিয়েই তৈরি হয় আদর্শ পরিবার, সমাজ ও জাতি।

## ঈমান ও বিশ্বাস

একজন মুসলিমের প্রধান পরিচয় হলো সে বিশ্বাসী। নিজের ও চারপাশের বিশ্ব নিয়ে যার রয়েছে স্পষ্ট ধারণা। সে বনে-বাদাড়ে গজিয়ে ওঠা চাষিহীন কোনো লতাপাতা নয়। তার চারপাশের পৃথিবী এমনি এমনি সৃষ্টি হয়ে যায়নি। তার জগৎটা এমন কোনো জগৎ নয়, যার কোনো নিয়ন্তা নেই; বরং একজন মুসলিম বিশ্বাস করে—একজন রব আছেন; যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরিশুদ্ধ করেছেন, পথ দেখিয়েছেন। তাকে বিচার-বিবেচনার শক্তি দান করেছেন, ভালোমন্দ বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দান করেছেন। তাকে সুপথের দিশা দেওয়ার জন্য যুগে যুগে বহু নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন, প্রেরণ করেছেন আসমানি কিতাব। তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে এমনি এমনি সৃষ্টি করা হয়নি।

মানুষ একটি চমৎকার সৃষ্টি। আর এই চমৎকার সৃষ্টির রয়েছেন একজন চমৎকার সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষসহ সবকিছুকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুকে নিজস্ব স্বকীয়তা দিয়ে বানিয়েছেন। আবার এত এত সৃষ্টিকে তিনিই ধ্বংস করবেন। এই জগৎকে বদলে দেবেন আরেকটি নতুন জগৎ দিয়ে। যেই জগতের শুরু আছে; কিন্তু শেষ নেই। সেই জগতে সকলকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে প্রত্যেকেই ভোগ করবে নিজ নিজ কর্মফল।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
مِنَ النَّارِ ۚ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ نَجْعَلُ  
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۚ

‘আর আসমান, জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা, সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ! যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আমি কি তাদের জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য করব? নাকি আমি মুত্তাকিদের পাপাচারীদের সমতুল্য গণ্য করব?’<sup>১</sup>

অন্যত্র তিনি বলছেন—

---

<sup>১</sup> সূরা সোয়াদ : ২৭-২৮

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا-<sup>২</sup>

‘তোমাদের বাসনা আর আহলে কিতাবদের বাসনা কোনো কাজে আসবে না। যে ব্যক্তি কোনো কুকর্ম করবে, সে তার বিনিময় প্রাপ্ত হবে। সে আল্লাহ ছাড়া তার জন্য কোনো অভিভাবক পাবে না, কোনো সাহায্যকারীও না। আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেক কাজ করবে এমতাবস্থায় যে সে মুমিন, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুর বিচির আবরণ পরিমাণ জুলুমও করা হবে না।’<sup>২</sup>

একজন মুসলিম আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তাঁর সকল নবি-রাসূল ও আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস করে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে, তিনি যে কিতাব নিয়ে এসেছেন তাতে। সে বিশ্বাস করে, তাকে একদিন আল্লাহর মুখোমুখি হতে হবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালা সকলকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবেন। আল্লাহর সামনে সেদিন ব্যক্তির ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; কাজে আসবে কেবল তার ঈমান ও আমল। কুরআন বলছে—

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا- وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا- وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا-

‘সেদিন পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন আর যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তাঁর সুপারিশ ছাড়া কারও সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না। তিনি তাদের আগের ও পরের সবকিছুই জানেন, কিন্তু তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না। আর চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার সামনে সকলেই অবনত হবে। আর সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে, যে জুলুম বহন করবে। আর যে মুমিন অবস্থায় ভালো কাজ করবে, সে কোনো জুলুম বা ক্ষতির আশঙ্কা করবে না।’<sup>৩</sup>

এই ঈমান মুমিনের হৃদয় আলোকিত করে। মুমিনের ঈমান তাওহিদের ঈমান। তাওহিদ মানে হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। প্রথমটি হলো—আল্লাহর একক সত্তায় বিশ্বাস। আর দ্বিতীয়টি হলো, তিনি ছাড়া আর কারও দাসত্ব না করা। তাওহিদের এ দুটি দিক একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আরব মুশরিকরাও বিশ্বাস করত, আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। কুরআনের ভাষায়—

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ-

<sup>২</sup> সূরা নিসা : ১২৩-১২৪

<sup>৩</sup> সূরা ত্ব-হা : ১০৯-১১২

‘তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, কে আসমানমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আর সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?’<sup>৪</sup>

সুতরাং তারা আল্লাহর একক সত্তায় বিশ্বাস করত। কিন্তু ইবাদত করত একাধিক দেব-দেবীর। এসব দেব-দেবীর অস্তিত্বের কোনো দলিল তাদের কাছে ছিল না। তারা কেবল বলত—

هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ-

‘এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।’<sup>৫</sup>

তারা আরও বলত—

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى-

‘আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।’<sup>৬</sup>

কিন্তু ইসলাম বলছে, ইবাদত হবে কেবল আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া আসমান-জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, কোনো কিছুর ইবাদত করা যাবে না। কোনো মানুষেরও, সে যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, ইবাদত করা যাবে না। ইসলাম মানুষকে পশুপূজা, শয়তানের পূজা, আগুনপূজা, প্রকৃতিপূজা, প্রবৃত্তিপূজাসহ সব ধরনের পূজা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

এসব কিছুর অর্থ হলো, মুসলমান কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে। সে কখনোই আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। এজন্যই আল্লাহর রাসূল (সা.) যত রাজা-বাদশার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, সবাইকে একই বার্তা দিয়েছেন—

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ-

‘হে কিতাবিরা! তোমরা এমন কথার দিকে এসো, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত না করি। আর তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ না করি।’<sup>৭</sup>

## ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠান

একজন মুসলমান জানে ও মানে, দুনিয়া এবং এর সবকিছু আল্লাহ তায়ালা তার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বিনিময়ে তারও কিছু কর্তব্য আছে। আছে কিছু আচার-অনুষ্ঠান, কিছু কর্মবিধি। তাকে সৃষ্টি করার পেছনে রয়েছে একটি মহান উদ্দেশ্য। আর এটিই হলো জীবনের রহস্য।

<sup>৪</sup> সূরা আনকাবুত : ৬১

<sup>৫</sup> সূরা ইউনুস : ১৮

<sup>৬</sup> সূরা জুমার : ৩

<sup>৭</sup> সূরা আলে ইমরান : ৬৪

মানুষ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, এক আল্লাহর ইবাদত করা। আর মানুষ যেন নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদত চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য আসমান-জমিনের সবকিছুকে তার আজ্ঞাবহ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ- مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا- إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ-

‘আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের থেকে রিজিক চাই না, আর আমি এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে; বরং রিজিক তো দেন আল্লাহই। তিনি শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।’<sup>৮</sup>

আমরা যদি লক্ষ করি, তবে দেখতে পাব—সৃষ্ট সবকিছুই একে অপরের সেবায় নিয়োজিত আছে, একে অপরের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আলো-বাতাস-পানি কাজ করছে গাছপালার জন্য। গাছপালা কাজ করছে পশু-পাখির জন্য। আবার পশু-পাখি কাজ করছে মানুষের জন্য। তাহলে মানুষ কাজ করবে কার জন্য? মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল আল্লাহর কাজ করার জন্য, একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। এই ইবাদতে আর কাউকে এবং অন্য কিছুকে শরিক করা যাবে না। শুধু এই অ্যাজেভা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন বহু নবি-রাসূলকে—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ-

‘প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুতকে বর্জন করো।’<sup>৯</sup>

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ-

‘আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমি পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এই ওহি নাজিল করিনি যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।’<sup>১০</sup>

সুতরাং একজন মুসলিম কেবল আল্লাহতেই নিবেদিত হবে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, তাঁর প্রতি যথাযথ ভয় ও সম্মম লালন করবে। আল্লাহ তায়ালা কেবল মুত্তাকিদের কাছ থেকেই (ইবাদত) কবুল করেন।<sup>১১</sup>

ইবাদত মানে হলো, ইসলামের মূল বিষয়গুলো সর্বাত্মে পালন করা। যে বিষয়গুলোকে ইসলামের খুঁটি বলা হয়, সেগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া; যেমন : সালাত, সাওম, জাকাত, হজ। এ ছাড়াও ইবাদতের মধ্যে আরও রয়েছে আল্লাহর জিকির করা, তাসবিহ-তাহলিল-তাহমিদ পাঠ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি।

<sup>৮</sup> সূরা জারিয়াত : ৫৬-৫৮

<sup>৯</sup> সূরা নাহল : ৩৬

<sup>১০</sup> সূরা আশিয়া : ২৫

<sup>১১</sup> সূরা মায়দা : ২৭

একজন মুমিন সর্বাবস্থায় তার রবকে স্মরণ করে। খাওয়াদাওয়া, ঘুমানো, ঘুমাতে যাওয়া, ঘুম থেকে জেগে ওঠা, ঘরের ভেতরে-বাইরে, সফরে, সফর থেকে ফিরে আসা, পোশাক পরিধান করা, খুলে ফেলা, এমনকি স্বামী-স্ত্রী সঙ্গে একান্তে সময় কাটানো—সবকিছুতে সে আল্লাহকে স্মরণ করে। একজন চিন্তাশীল মুসলিম কখনো কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহকে ভুলে যায় না—

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ-

‘যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে।’<sup>১২</sup>

অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা যেখানে সপ্তাহে একবার তাদের প্রভুর উপাসনা করে, মুসলমানরা সেখানে দিনে-রাতে অন্তত পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করে। তা ছাড়া সুন্নত ও নফল সালাতসহ অন্যান্য জিকির-আজকার তো রয়েছেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا- وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তাসবিহ পাঠ করো।’<sup>১৩</sup>

অতএব, একজন মুসলিমের সারাটা জীবনই ইবাদত। তার প্রতিটি কাজেকর্মে, চিন্তাচেতনায় সে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ; এমনকি যেসব কাজ সরাসরি ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, সেসব কাজের মধ্যেও সে আল্লাহর সন্তুষ্টি খোঁজে।

### চরিত্র ও নৈতিকতা

একজন মুসলিম হৃদয়ে ঈমান ধারণ করে, আর কাজেকর্মে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা বজায় রাখে। তার প্রতিটি কথায় থাকে বিশুদ্ধতার ছোঁয়া। নীতি-নৈতিকতা, দয়া ও ক্ষমা, আচার-আচরণ সবকিছুতে সে হবে এক উত্তম দৃষ্টান্ত। প্রতিটি কাজে সে নবির পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কারণ, নবিজিকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন উত্তম আদর্শ বানিয়ে। আল্লাহই তাঁকে ‘উত্তম চরিত্রের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই মুসলমানগণ নবিজির জীবন থেকে আলো নিয়ে নিজেদের আলোকিত করে। তাঁর দেখানো পথে চলে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে। এভাবে করে আল্লাহ চান তো, হাশরের ময়দানে সে নবিজির সান্নিধ্যে অবস্থান করবে। যে আল্লাহর আদেশ পালন এবং নবিজির অনুসরণের মধ্য দিয়ে নিজের নফসকে দমন করতে শেখে, সে উপনীত হয় আধ্যাত্মিকতার আরও গভীরে। এভাবে তার নফসে আম্মারা পরিণত হয় নফসে লাওয়ামায়। মন-চাওয়া-জিন্দেগি পরিহার করে ব্যক্তি পৌছে যায় সফলতার দ্বারপ্রান্তে।

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا-

<sup>১২</sup> সূরা আলে ইমরান : ১৯১

<sup>১৩</sup> সূরা আহজাব : ৪১-৪২



‘শপথ নফসের এবং তাঁর! যিনি তা সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে। সেই সফলকাম হয়েছে, যে নিজ আত্মাকে করেছে পরিশুদ্ধ। আর সেই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজ আত্মাকে করেছে কলুষিত।’<sup>১৪</sup>

ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে, উত্তম আখলাক ও নৈতিকতা ঈমানের পূর্বশর্ত। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ- إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ- فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ-

‘অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত, যারা অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে, যারা জাকাত প্রদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাস্বের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত। কারণ, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে সে হবে সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা পূর্ণ করে।’<sup>১৫</sup>

নবিজিও আমাদের ঈমান, আমল ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেন—‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন পরিবারের বন্ধন অটুট রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে আঘাত না করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান এনেছে, যে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।’

নবিজি আরও বলেন—‘ঈমানের ৭০টিরও বেশি শাখা আছে। এদের সর্বোচ্চটা হলো “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই”—এ কথায় বিশ্বাস করা। আর সর্বনিম্নটা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।’

ইমাম বায়হাকি (রহ.) ঈমানের শাখা-প্রশাখা নিয়ে আল জামি লি-গুআবিল ঈমান নামে আলাদা একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে তিনি উত্তম আখলাক, চরিত্র, নৈতিকতা এবং যাবতীয় সৎকর্ম একত্রিত করেছেন। আর এসবকে তিনি সাব্যস্ত করেছেন ঈমানের রোকন হিসেবে। উপরিউক্ত হাদিসসমূহ থেকে এটিই বোঝা যাচ্ছে।

আল্লাহর যথাযথ দাসত্বের মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হয়, পাপাচার থেকে বিরত থাকা যায় এবং উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা সহজ হয়। যেমন : সালাতের ব্যাপারে কুরআন বলেছে—

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

<sup>১৪</sup> সূরা শামস : ৭-১০

<sup>১৫</sup> সূরা মুমিনুন : ১-৮

‘নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।’<sup>১৬</sup>

জাকাত সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন—

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا-

‘তাদের সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করবে, যাতে তা দিয়ে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারো।’<sup>১৭</sup>

হারাম জিনিসসমূহের ব্যাপারে কুরআন বলছে—

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

‘নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা গায়রুল্লাহর নামে জবেহ করা হয়েছে। সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তাহলে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’<sup>১৮</sup>

সাওমের ব্যাপারে সহিহ বুখারির হাদিসে এসেছে—‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং ফাহেশা কাজ থেকে বিরত হয় না, তার পানাহার থেকে বিরত থাকার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই।’ এ ধরনের মানুষের ব্যাপারে হাদিসে আরও এসেছে—‘এ রকম ব্যক্তির রোজা রাখা মানে হলো নিছক ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া। এ রকম ব্যক্তির নফল ইবাদত হলো নিছক রাত্রি জাগরণ।’

দ্বিমুখিতা ও দ্বিচারিতা মুসলমানের চরিত্র নয়। যেমন : ইহুদিরা নিজেদের মধ্যকার ব্যবসায়িক লেনদেনে সুদি কারবার করে না। কিন্তু যখনই তারা বহিরাগত কারও সঙ্গে লেনদেন করে, তখন তাদের কাছে সুদ অবৈধ কিছু নয়! আবার পশ্চিমা রা নিজ দেশে যতটা সভ্য ও ভদ্র, বাইরের দেশের কোনো নাগরিকের সাথে ততটাই অভদ্র ও অসভ্য। কিন্তু মুসলমানরা পছন্দের ব্যক্তির সঙ্গে যেমন ন্যায়পরায়ণ, তেমনি অপছন্দের ব্যক্তির সঙ্গেও। আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু-শত্রু সবার সঙ্গে তাদের একই আচরণ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا-

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা অথবা নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র হয়, তবুও। কারণ, আল্লাহ তাদের উভয়ের নিকটবর্তী। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।’<sup>১৯</sup>

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

<sup>১৬</sup> সূরা আনকাবুত : ৪৫

<sup>১৭</sup> সূরা তাওবা : ১০৩

<sup>১৮</sup> সূরা বাকারা : ১৭৩

<sup>১৯</sup> সূরা নিসা : ১৩৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلَّآ  
تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কণ্ঠের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের ইনসাফ করার ব্যাপারে কোনোভাবে প্ররোচিত না করে। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো।’<sup>২০</sup>

### আইন ও আইনের উদ্দেশ্য

একজন মুসলিম যেমন উত্তম আদর্শ ও নৈতিকতা ধারণ করবে, তেমনি তাকে আল্লাহর বেঁধে দেওয়া কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। এসব নিয়মকানুন হলো এমন কিছু আইন—যা তাকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। মানুষের জন্য যা কিছু বৈধ ও অনুমোদিত, যা কিছু অবৈধ ও নিষিদ্ধ, তার সবটাই বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষের অধিকার ও কর্তব্য; দায়িত্ব ও প্রয়োজন সবকিছু তিনি উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর আইন খেয়ালি কোনো নিয়ম নয়, যা একবার ডানে যায়, একবার বামে। আবার এগুলোর মধ্যে পরস্পরবিরোধী কোনো কিছু নেই; বরং আল্লাহর আইন হলো এক সরল পন্থা তথা সিরাতে মুসতাকিম। একজন মুসলিমকে আল্লাহর এই আইন অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করতে হয়। তিনি যে বিষয়গুলোকে অবৈধ বলেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হয়। আবার যে বিষয়গুলোর বৈধতা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কীভাবে ও কী পরিমাণে পালন করতে হয়, এ সবকিছুই তিনি বলে দিয়েছেন। কিছু কিছু বিষয় আছে, যেগুলো সাধারণত নিষিদ্ধ, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রয়োজনের তাগিদে সীমিত পরিসরে সেগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন—

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

‘তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয় কিন্তু সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার ওপর কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।’<sup>২১</sup>

যেসব বিষয় আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন, একজন মুসলিম কেবল তা-ই করবে। মন যা চায়, তা-ই করা একজন মুসলিমের জীবন হতে পারে না। তাকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থাকতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের খাওয়াদাওয়া করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে বলে দেওয়া হয়েছে, বাজে জিনিস, রক্ত, শূকরের মাংস ইত্যাদি খাওয়া যাবে না। একজন মুসলিম শুধু তা-ই খাবে, যা আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে। এমন কোনো কিছুই তার জন্য খাওয়া বৈধ নয়, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

<sup>২০</sup> সূরা মায়দা : ৮

<sup>২১</sup> সূরা বাকারা : ১৭৩

একইভাবে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ নয়। চুরির মালও গ্রহণ করা যাবে না। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থে কেনা খাবার খাওয়া যাবে না। কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তার খাবার গ্রহণ করা যাবে না। শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু খাওয়া কিংবা পান করা যাবে না। মানুষকে নিজের ক্ষতি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কারণ, সে তো তার মালিক নয়। নিজের শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু পানাহার করার মানে হলো নিজেকে নিজেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া, যা আত্মহত্যার নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا-

‘তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।’<sup>২২</sup>

নবিজি বলেছেন—‘তোমরা নিজেদের ও অন্যের ক্ষতি করো না।’ সুতরাং তামাক ও তামাকজাত জাতীয় যাবতীয় পণ্য গ্রহণ করা, খাওয়া, সেবন করা নিঃসন্দেহে হারাম। কারণ, তামাকের ক্ষতিকর দিক এখন বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বজনবিদিত। এ ধরনের নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুসমূহের প্রথমে রয়েছে নেশাদ্রব্য। ইসলাম কোনো কিছু নিজ খেয়ালখুশিমতো নিষেধ করেনি। ইসলামে কোনো কিছু নিষিদ্ধ করার মানে হলো—তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর ও অপবিত্র।

তাই একজন মুসলিম কখনো মাদক সেবন করে না। কারণ, মাদক তার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সব দিক দিয়ে ক্ষতিকর। আর এজন্যই মুসলমান হিসেবে আমরা মনে করি—মাদক সকল গুনাহের মা, শয়তানের অন্যতম শয়তানি এবং ঈমানের শত্রু। সহিহ হাদিসে এসেছে—‘একজন যিনাকারী যখন যিনা করে, তখন সে মুমিন থাকে না। একজন চোর যখন চুরি করে, তখন সে মুমিন থাকে না। তেমনিভাবে একজন মদ্যপায়ী যখন মদপান করে, তখন সে আর মুমিন থাকে না।’

আবার হালাল খাদ্যদ্রব্যও সোনা-রূপার পাত্র থেকে গ্রহণ করা হারাম। কারণ, হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র থেকে পানাহার করে, সে যেন জাহান্নামের আগুন তার পেটে ঢোকায়। একজন মুসলিম যখন খাবার খায়, সে অতিভোজন করে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে খায়ও না, পানও করে না। কারণ, অতিরিক্ত পানাহার করা লোভ ও অপচয়, যা সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

يَبْنَى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ-

‘হে বনি আদম! তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের সাজসজ্জা গ্রহণ করো এবং খাও ও পান করো, তবে অপচয় অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।’<sup>২৩</sup>

<sup>২২</sup> সূরা নিসা : ২৯

<sup>২৩</sup> সূরা আরাফ : ৩১

মুসলমান আল্লাহর বেঁধে দেওয়া আইন অনুযায়ী তার পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা করবে। তার বিবাহ-শাদি, বেচাকেনা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, আয়-ব্যয়, লেনদেন, উইল-উত্তরাধিকার, বিচার-আচার, যুদ্ধ-শান্তিচুক্তি সবকিছু পরিচালনা করবে এই আইন অনুযায়ী, আইনের বিধান মোতাবেক। আল্লাহ যা বৈধ বলেছেন, তার জন্য সেটাই বৈধ। যা তিনি অবৈধ বলেছেন, সেটাই অবৈধ। আর যে ব্যাপারে তিনি চুপ থেকেছেন, সেটা হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ছাড়।

### প্রচার ও প্রসার

মুসলমান আত্মকেন্দ্রিক নয়। সে কেবল তার ভাগ্যোন্নয়ন নিয়েই ব্যস্ত থাকে না; এর পাশাপাশি সে অন্যদের কথাও ভাবে। নিজে আল্লাহওয়ালা হওয়ার সাথে সাথে অন্যকে আল্লাহওয়ালা বানানোর চেষ্টা করে। সূরা আসরে আমরা দেখি, কেউ যদি দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়, তাকে যেমন নিজে সত্য ও ধৈর্যের পথ অবলম্বন করতে হবে, তেমনি অন্যকেও এ পথে আহ্বান করতে হবে।

وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُفْرٌ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ -

‘কসম সময়ের। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাগিদ করে সত্যের এবং তাগিদ করে সবরের।’<sup>২৪</sup>

এখানে পারস্পরিক তাগিদ বলতে বোঝানো হয়েছে—একজন মুসলিম নিজে যেমন সত্য ও সুন্দরের পথে চলবে, তেমনি অন্যকেও একই পথে চলতে উৎসাহিত করবে। সে নিজে উপদেশ দেবে, আবার অন্যের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। এভাবেই সবার জন্য উন্মুক্ত হবে সত্য ও সুন্দরের পথ।

সুতরাং বোঝা গেল, একজন মুসলিম সত্তাগতভাবে একজন প্রচারক। কারণ, সে বোঝে, ইসলামের বার্তা শুধু তার নিজের জন্য নয়; এই বার্তা সবার জন্য, সমগ্র বিশ্বের জন্য, সর্বকালের সর্বযুগের বিশ্বমানবতার জন্য। তাই মুসলমানমাত্রই বিশ্বধর্ম সারা বিশ্বে প্রচারের কাজ করে। আল্লাহর রাসূল (সা.)-ও একই কাজ করেছেন। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল গোটা বিশ্বের জন্য। কুরআনে এসেছে—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ -

‘আমি আপনাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।’<sup>২৫</sup>

কুরআনের ভাষ্যমতে, মুহাম্মাদ (সা.)-কে পাঠানো হয়েছে সারা বিশ্বের জন্য। আবার তিনি নিজেও বলেছেন—‘আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে শিক্ষক হিসেবে।’ তাই আমরা যারা তাঁর উম্মত বলে দাবি করি, আমাদের কাজও হচ্ছে বিশ্বমানবতার জন্য কাজ করা। সুতরাং যে-ই নবিজির

<sup>২৪</sup> সূরা আসর : ১-৩

<sup>২৫</sup> সূরা আশিয়া : ১০৭

অনুসারী বলে নিজেকে দাবি করবে, তাকেই দাঈ হতে হবে, তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে চালিয়ে যেতে হবে দাওয়াতের কাজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

‘বলো, এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র ও মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।’<sup>২৬</sup>

তাই যে-ই বলবে—‘আমি নবির উম্মত’, তাকেই হতে হবে ধৈর্যশীল দাঈ।

সাহাবি রবি ইবনে আমির (রা.) পারস্যের সেনাপতি রুস্তমকে একই কথা বলেছিলেন—‘আল্লাহ তায়ালা আমাদের পাঠিয়েছেন মানুষকে শিরকের পথ থেকে বাঁচিয়ে তাওহিদের পথে পরিচালিত করতে, তাঁবেদারির জিন্দেগি থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতার পথ দেখাতে, বিভিন্ন মতের অন্যায় থেকে রক্ষা করে ইসলামের শান্তির পথে এগিয়ে দিতে।’

মুসলমান তার এই শাস্ত্রত আহ্বান শুরু করে নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে; প্রথমে সে নিজে, অতঃপর তাঁর পরিবার, তারপর তাঁর জাতিগোষ্ঠী... আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ-

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর!’<sup>২৭</sup>

তিনি আরও বলেন—

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى-

‘আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত কায়েমের আদেশ দাও এবং নিজেও তার ওপর অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে কোনো রিজিক চাই না বরং আমরাই তোমাকে রিজিক দিই। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্য।’<sup>২৮</sup>

পরিবারের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর পর এবার সে তার চারপাশের পরিমণ্ডল নিয়ে ভাবে। তার সমাজ নিয়ে চিন্তা করে। সে সৎকাজে আদেশ করে, অসৎকাজে নিষেধ করে। কল্যাণের পথে আহ্বান এবং অকল্যাণ থেকে সবাইকে সতর্ক করে। সমাজে কোনো খারাপ কাজ হতে দেখলে সে চুপচাপ বসে থাকে না। সে চেষ্টা করে হাত দ্বারা তা প্রতিহত করতে। না পারলে মুখ দ্বারা, তা-ও না পারলে হৃদয় দ্বারা। তবে হৃদয় দ্বারা ‘বাধা দেওয়া’ ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন— ‘হৃদয় দ্বারা বাধা দেওয়া’র মানে কিন্তু শুধু মনে মনে কোনো খারাপ কাজকে ঘৃণা করা নয়; বরং ঘৃণার পাশাপাশি থাকতে হবে অন্তর্দহন। হাত ও মুখ দিয়ে বাধা দিতে না পারার জন্য ভেতরে ভেতরে জ্বলতে হবে। চোখের সামনে অপশক্তি জিতে যাচ্ছে,

<sup>২৬</sup> সূরা ইউসুফ : ১০৮

<sup>২৭</sup> সূরা তাহরিম : ৬

<sup>২৮</sup> সূরা ত্ব-হা : ১৩২

ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে, গোত্রপ্রীতি চলছে, এসবের জন্য কষ্ট উপলব্ধি করতে হবে। এই অন্তর্দহন একসময় সমাজ পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে।

খেয়াল রাখতে হবে, দীর্ঘদিন কোনো অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করার ফলে সেটি যেন আইনে পরিণত না হয়। এটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। কারণ, অন্যায় যখন আইন হয়ে যায়, তখন আল্লাহর ক্রোধ নেমে আসে—

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ- كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ-

‘বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তাদের দাউদ ও মারইয়ামপুত্র ঈসার মুখে লানত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা কতই-না মন্দ!’<sup>২৯</sup>

সমাজে যারা অপকর্ম করে বেড়ায়, তারা যদি নেতাগোছের কেউ হয়, তবুও মুসলমান তাদের উত্তম উপদেশ ও হিকমতের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে ভয় পেয়ে পিছপা হলে চলবে না। তাকে নির্ভর করতে সত্যের ওপর। তাকে বিশ্বাস করতে হবে, নিয়তির নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে। ভাগ্যে যা আছে, তা হবেই হবে। প্রতিটি মানুষের জীবন-মরণ আল্লাহ কর্তৃক সুনির্ধারিত। আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্তও আগপিছ হয় না। এভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, নিয়তির ওপর বিশ্বাস করে সত্যের ঝান্ডা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এটিও একধরনের জিহাদ। উপরন্তু এই ধরনের জিহাদকে আল্লাহর রাসূল (সা.) সর্বোচ্চ স্তরের জিহাদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। নবিজিকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোচ্চ স্তরের জিহাদ কী? তিনি বলেছিলেন— ‘অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য উচ্চারণ।’

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবিজি বলেন—‘আমার পূর্বে যে নবি এসেছিলেন, তাঁর কিছু হাওয়ারি তথা শিষ্য ছিল (কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ একাই শুরু করতে হয়েছে)।’

শুরুতেই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর তথা অন্তরের ঘৃণা দিয়ে শুরু করা যাবে না; বরং প্রথম থেকেই জানমাল ব্যয় করে শারীরিক ও মৌখিক উভয়ভাবে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে হবে। হাদিসে এসেছে—‘শক্তি দিয়ে, কথা দিয়ে এবং সম্পদ দিয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হবে।’<sup>৩০</sup>

পবিত্র কুরআনে ইসলাম প্রচারকে একপ্রকার জিহাদে আকবর বলা হয়েছে। ‘সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করো।’<sup>৩১</sup> এই আয়াতটি মাক্কি। অর্থাৎ সশস্ত্র জিহাদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল মদিনায়; কিন্তু কুরআনের সাহায্যে কঠোর সংগ্রামের বিধান দেওয়া হয়েছিল মক্কা থেকেই।

<sup>২৯</sup> সূরা মায়দা : ৭৮-৭৯

<sup>৩০</sup> সহিহ জামিউস সগির : ৩০৯০

<sup>৩১</sup> সূরা ফুরকান : ৫২

সত্য প্রচারে আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ, মনুষ্য সৃষ্ট কোনো মতবাদ এবং আল্লাহর মনোনীত ধর্ম উভয়টাই যদি বিশ্বময় প্রচার করা শুরু হয়, তবে আল্লাহর ধর্মই জয়লাভ করবে। এটা আল্লাহর ওয়াদা—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ-

‘তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের ওপর তা বিজয়ী করে দেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।’<sup>৩২</sup>

তিনি আরও বলেন—

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ-

‘বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলি দেখাব, যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য; তোমার রবের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি যে, তিনি সকল বিষয়ে সাক্ষী?’<sup>৩৩</sup>

### জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা

মুসলিম যদি ঈমানদার হয়, তবে একই সাথে সে হবে জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান। কারণ, ইসলামে ঈমান মানেই বুদ্ধিমত্তা, ধর্ম মানেই জ্ঞান। ইসলামি মতবিশ্বাস অন্যান্য ধর্মের মতো এ কথা বলে না—বোঝো আর না বোঝো, তোমাকে অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে! বরং ইসলাম বলে, মুসলিমমাত্রই তাকে তার রব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। তার ঈমান হবে বুদ্ধিমত্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিছক ধারণাপ্রসূত রীতিনীতিতে সে বিশ্বাস করে না; বরং সবকিছুতেই সে দলিল, প্রমাণ ও প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করে।

‘তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’<sup>৩৪</sup>

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۚ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ-

‘অচিরেই মুশরিকরা বলবে—আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের পূর্বপুরুষরাও না এবং আমরা কোনো কিছু হারাম করতাম না। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আজাব আশ্বাদন করেছে।

<sup>৩২</sup> সূরা সফ : ৯

<sup>৩৩</sup> সূরা হা মিম আস-সিজদা : ৫৩

<sup>৩৪</sup> সূরা নামল : ৬৪



বলো—তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে?  
তোমরা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছ এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছ।’<sup>৩৫</sup>

স্পষ্ট দলিল ছাড়া ধারণাপ্রসূত আচার-অনুষ্ঠানকে যেমন ইসলাম নিন্দা করে, তেমনি বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে কেবল আবেগতাদিত মনোভাবও ইসলামে নিন্দনীয়। আল্লাহ তায়ালা মূর্তিপূজা সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন—

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ-

‘তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেরা যা চায়, তার অনুসরণ করে।’<sup>৩৬</sup>

তা ছাড়া যারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা না খাটিয়ে কেবল অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত থাকে, তাদেরও নিন্দা করা হয়েছে কঠোর ভাষায়। নিজেদের চিন্তাশক্তি ব্যবহার না করে অন্যের চিন্তা দ্বারা তাদিত হওয়াকে সমালোচনা করা হয়েছে তীব্র ভাষায়; চাই সে হোক কারও পূর্বপুরুষ কিংবা মহৎ কোনো মানব অথবা ক্ষমতাবান কোনো শাসক। পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের ব্যাপারে বহু আয়াত নাজিল হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ এমনই এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ- قُلْ أَوْ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ-

‘এভাবে তোমার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই ওদের মধ্যে যারা বিত্তশালী ছিল, তারা বলত—আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (প্রত্যেক সতর্ককারী) বলত—তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যার অনুসারী পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? (প্রত্যুত্তরে) তারা বলত—তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি!’<sup>৩৭</sup>

মদিনায় অবতীর্ণ অপর আয়াতে এসেছে—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ-

‘আর যখন তাদের বলা হয়—আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আসো। তারা বলে—আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি, তা-ই আমাদের

<sup>৩৫</sup> সূরা আনআম : ১৪৮

<sup>৩৬</sup> সূরা নাজম : ২৩

<sup>৩৭</sup> সূরা জুখরুফ : ২৩-২৪

জন্য যথেষ্ট। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই জানত না এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না, তবুও...’<sup>৩৮</sup>

বিপথগামী পূর্বপুরুষ ও তাদের অন্ধ অনুকরণকারীদের করুণ পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَقَالَتْ أُوْلَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

‘তিনি বলবেন—আগুনে প্রবেশ করো জিন ও মানুষের দলগুলোর সাথে, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। যখনই একটি দল প্রবেশ করবে, তখন পূর্বের দলকে তারা লানত করবে। অবশেষে যখন তারা সবাই তাতে একত্রিত হবে, তখন তাদের পরবর্তী দলটি পূর্বের দল সম্পর্কে বলবে—হে আমাদের রব! এরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। তাই আপনি তাদের আগুনের দ্বিগুণ আজাব দিন। তিনি বলবেন—সবার জন্য দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জানো না। আর তাদের পূর্ববর্তী দল পরবর্তী দলকে বলবে—তাহলে আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, তোমরা যা অর্জন করেছ, তার কারণে তোমরা আজাব আস্বাদন করো।’<sup>৩৯</sup>

এভাবে একে অপরকে দোষারোপ করার বিষয়টি মক্কায় অবতীর্ণ বহু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

মদিনায় অবতীর্ণ অপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي مَا كُنَّا كَذِبًا لَآتَيْنَاكُمْ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۚ

‘যখন, যাদের অনুসরণ করা হয়েছে, তারা অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং তারা আজাব দেখতে পাবে। আর তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা অনুসরণ করেছে, তারা বলবে—যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মসমূহ দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না।’<sup>৪০</sup>

<sup>৩৮</sup> সূরা মায়দা : ১০৪

<sup>৩৯</sup> সূরা আরাফ : ৩৮-৩৯

<sup>৪০</sup> সূরা বাকারা : ১৬৬-১৬৭

অনেক সময় দেখা যায়, ভুল পথ অনুসারীদের সংখ্যা বেশি। কিন্তু সংখ্যায় বেশি হলেও তাদের অনুসরণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে— ‘তোমাদের কারোই ওই ব্যক্তির মতো হওয়া উচিত নয়, যে বলে—“আমি জনগণের সাথে আছি। যদি তারা সঠিক পথে থাকে, তবে আমি তাদের সাথে আছি। আর যদি তারা ভুল পথে থাকে, তবুও আমি তাদের সাথে আছি।” বরং সবাই সঠিক পথে থাকলে তোমরা তাদের পথে থাকবে। আর যদি তারা ভুল পথে থাকে, তবে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে।’ হাদিসটি সুনানুত তিরমিজিতে বর্ণিত হয়েছে।

অপরদিকে কুরআন আরও একধাপ এগিয়ে বলছে, কোনো বিষয় চিরন্তন সত্য হলেও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হবে। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো প্রণিধানযোগ্য—

قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-

‘বলো—আসমানসমূহ ও জমিনে কী আছে তা তাকিয়ে দেখো।’<sup>৪১</sup>

اَوْ لَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَّ اَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ اَقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِآيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ-

‘তারা কি দৃষ্টিপাত করেনি আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্বে এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি? আর (এর প্রতি যে) হয়তো তাদের নির্দিষ্ট সময় নিকটে এসে গিয়েছে? সুতরাং তারা এরপর আর কোন কথার প্রতি ঈমান আনবে?’<sup>৪২</sup>

وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ- وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ-

‘সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য জমিনে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এমনকি তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি চক্ষুস্মান হবে না?’<sup>৪৩</sup>

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَّهُمْ اِنَّهٗ الْحَقُّ ۚ اَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنْهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ-

‘বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলি দেখাব, যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য; তোমার রবের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি যে, তিনি সকল বিষয়ে সাক্ষী?’<sup>৪৪</sup>

قُلْ اِنَّمَا اَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جُنَّةٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ-

<sup>৪১</sup> সূরা ইউনুস : ১০১

<sup>৪২</sup> সূরা আরাফ : ১৮৫

<sup>৪৩</sup> সূরা জারিয়াত : ২০-২১

<sup>৪৪</sup> সূরা হা হামিম আস-সিজদা : ৫৩

‘বলো—আমি তো তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুজন কিংবা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও, অতঃপর চিন্তা করে দেখো, তোমাদের সাথির মধ্যে কোনো পাগলামি নেই। সে তো আসন্ন কঠোর আজাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী ছাড়া কিছু নয়।’<sup>৪৫</sup>

এখানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাওয়া বলতে আন্তরিকভাবে সত্য অনুসন্ধানকে বোঝানো হয়েছে। আর দুজন কিংবা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে সত্য অনুসন্ধানের সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। একজন প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানী ব্যক্তি কখনো সংখ্যাধিক্যের চিন্তাধারা অনুযায়ী তাড়িত হয় না। সত্য অনুসন্ধানের প্রয়োজনে সে সঙ্গ গ্রহণ করবে আবার প্রয়োজনে একাকী চিন্তার সাগরে ডুব দেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا-

‘তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।’<sup>৪৬</sup>

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَذَّبَ رُؤُوسَ الْإِثْمِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ-

‘আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।’<sup>৪৭</sup>

পবিত্র কুরআনই একমাত্র কিতাব, যেখানে ইবাদত করার আদেশ দেওয়ার পাশাপাশি চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি কুরআনে গবেষণা করাকে অবশ্যকর্তব্য বলা হয়েছে। উপরিউক্ত আয়াত দুটি এরই প্রমাণ বহন করছে। বিখ্যাত গবেষক ও আলিম ইমাম গাজালি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব ইহইয়াউ উলুমিদ দ্বীন-এ কুরআন নিয়ে গবেষণা করাকে ১০টি প্রধান মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের বরাত দিয়ে বলেছেন—‘এক মুহূর্ত গবেষণা করা সারা রাত জাগ্রত থেকে নফল ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।’ অনেকে এও বলেছেন— ‘এক মুহূর্তের গবেষণা সারা বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।’

ইসলামে বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি সীমিত পরিসরে আবেগ ও উৎসাহের স্থান আছে বটে; তবে বুদ্ধিমত্তা ও হিকমতই হচ্ছে সত্যের দলিল। এজন্য ইসলামি গবেষকদের একটি বিরাট দল বুদ্ধিমত্তাকে জ্ঞানের ভিত্তি বলেছেন। কারণ, বুদ্ধিমত্তা ছাড়া আমরা আল্লাহকে চিনতাম না, আল্লাহর অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারতাম না, সংশয়বাদীদের কথার জবাব দিতে পারতাম না। জ্ঞান ছাড়া আমরা ওহির দলিল খুঁজে পেতাম না, রিসালাতের সত্যতা আমাদের সামনে ধরা দিত না।

তবে সত্য অনুসন্ধানের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের একটি সীমা আছে; যেই সীমা অতিক্রম করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এখানেই সৃষ্টিজীবের দুর্বলতা। মানুষকে ‘দুর্বল’ করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

<sup>৪৫</sup> সূরা সাবা : ৪৬

<sup>৪৬</sup> সূরা নিসা : ৮২

<sup>৪৭</sup> সূরা সোয়াদ : ২৯

বুদ্ধিমত্তা দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর জাত-সিফাতকে পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব নয়; বরং আল্লাহ ও তাঁর জাত-সিফাত অনুধাবনের ক্ষেত্রে ওহির আশ্রয় নিতে হবে। একমাত্র উৎস বিবেচনা করতে হবে ওহির বাণীকেই। ওহির বাণী থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা ও মেধা আমাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যা আমরা দেখি না, আমাদের মস্তিষ্ক যা ধারণ করতে অক্ষম, সেখানে বুদ্ধিমত্তা অচল। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا-

‘আর তারা তোমাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো—রুহ আমার রবের আদেশ, আর তোমাদের অতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।’<sup>৪৮</sup>

আর হাদিসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন—‘তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবো, তবে আল্লাহকে নিয়ে ভাবতে যেয়ো না; অন্যথায় তোমরা ভ্রষ্টতায় হারিয়ে যাবে।’ এখান থেকে আমরা আমাদের বুদ্ধিমত্তার কর্মপরিধি নির্ধারণ করতে পারি।

বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের পাশাপাশি মুসলমানদের জ্ঞান অর্জন করতে বলা হয়েছে। তবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে জ্ঞানবানদের থেকে। জ্ঞানবানদের থেকে জ্ঞানার্জনের বিষয়টি কিন্তু ঐচ্ছিক নয়; বরং ওয়াজিব। ধর্মীয়-অধর্মীয় (যা সরাসরি ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়), ব্যক্তিগত-সামাজিক সকল পর্যায়ের জ্ঞান আহরণ করা মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। আমরা শেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করি। আর এই শেখার যাবতীয় মাধ্যম ও উপকরণ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন—

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

‘আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। অতঃপর তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।’<sup>৪৯</sup>

কাফির-মুশরিক, যারা শেখার এসব মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার করে না, তাদের করুণ পরিণতির ব্যাপারে কুরআনে এসেছে—

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ-

‘আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে হৃদয়, তা দ্বারা তারা বুঝে না। তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না। এবং

<sup>৪৮</sup> সূরা বনি ইসরাইল : ৮৫

<sup>৪৯</sup> সূরা নাহল : ৭৮

তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।’<sup>৫০</sup>

কুরআন মানুষকে না বুঝে, না জেনে কেবল অন্ধ অনুকরণ করতে নিষেধ করেছে—

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا-

‘আর যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তঃকরণ—এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।’<sup>৫১</sup>

কোনো জিনিস বোঝার মানে হলো—তা দেখা, শোনা; অতঃপর হৃদয়ঙ্গম করা। এজন্য যারা ফেরেশতাদের নারী বলে থাকে, তাদের ব্যাপারে কুরআন বলছে—

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سُبُكَّتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ-

‘তারা দয়াময়ের বান্দা ফেরেশতাদের নারী গণ্য করে। তারা ফেরেশতাদের সৃষ্টি সরাসরি দেখেছে? তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই লিখে রাখা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’<sup>৫২</sup>

আর যে জিনিস দেখা যায় না, তার দলিল হলো বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে—

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ-

‘বলো—তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।’<sup>৫৩</sup>

আর ঐতিহাসিক কোনো বিষয়ের দলিল হলো নিখুঁত তদন্ত—

اَتُؤْنِنِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ آثَرَةٍ مِّن عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ-

‘এর পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’<sup>৫৪</sup>

আর গায়েবের বিষয়াদি ও শরিয়্যার বিধানের দলিল হলো ওহির বাণী—

قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ-

‘বলো—আল্লাহ কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর ওপর তোমরা মিথ্যা রটাচ্ছে?’<sup>৫৫</sup>

---

<sup>৫০</sup> সূরা আরাফ : ১৭৯

<sup>৫১</sup> সূরা বনি ইসরাইল : ৩৬

<sup>৫২</sup> সূরা জুখরুফ : ১৯

<sup>৫৩</sup> সূরা বাকারা : ১১১

<sup>৫৪</sup> সূরা আহকাফ : ৪

<sup>৫৫</sup> সূরা ইউনুস : ৫৯

এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, হিকমত-প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা-গবেষণা দিয়ে মুসলমানগণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক আদর্শ ও উন্নত সভ্যতা, বিশ্বমানবতাকে উপহার দিয়েছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা দিয়ে বহু বছর তারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

### নির্মাণ ও উৎপাদনশীলতা

মুসলমান আশ্রমে বসে থাকা কোনো সন্ন্যাসী নয়। তাকে জীবন-জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়, হতে হয় উৎপাদনমুখী। সে জীবন থেকে যেমন নেয়, তেমনি দেয়ও। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবী আবাদ করা, দুনিয়া গঠন করা। কুরআনে এসেছে, নবি সালিহ (আ.) তাঁর কওমকে বলেছেন—

يَقُومُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا-

‘হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং সেখানে তোমাদের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন।’<sup>৫৬</sup>

অর্থাৎ মানুষকে দুনিয়া আবাদ করতে হবে। এটি একটি দায়িত্ব। এটি একটি ইবাদতও। যখন আল্লাহর আদেশ মেনে শরিয়ার বিধান মোতাবেক দুনিয়া আবাদের কাজ করা হবে, তখন তা-ও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। তা দ্বারা হাসিল হবে আল্লাহর নৈকট্য।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। তিনি চাইলে ফেরেশতাদের দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠাতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। এই জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার কারণেই কেবল মানুষকে ফেরেশতাদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফেরেশতাদের বদলে মানুষকে বানানো হয়েছে আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-কে যা শিখিয়েছিলেন, তা তিনি ফেরেশতাদের শেখাননি। তিনি মানুষকে জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তি দান করেছেন, যা দ্বারা সে পৃথিবী আবাদ করবে, আল্লাহর নিয়ামত থেকে উপকৃত হবে। তবে আল্লাহর এ বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে সে কখনো অহংকার করবে করবে না।

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে মানুষের আবাসস্থল বানিয়েছেন। সে এখানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে, বিশ্রাম নেবে। তিনি এই দুনিয়ার সবকিছুকে মানুষের আজীবন করেছেন। দুনিয়াতে মানুষকে দিয়েছেন জীবিকার উপায়-উপকরণ। মানুষসহ দুনিয়ায় যত পশু-পাখি রয়েছে, সবকিছুর রিজিকের ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তবে মানুষকে পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করতে হয়। এটাই আল্লাহর নিয়ম। এখানে যে যে রকম পরিশ্রম করবে, সে সে অনুযায়ী ফল ভোগ করবে। আল্লাহ বলছেন—

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ-

‘তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-  
প্রান্তরে বিচরণ করো এবং তাঁর রিজিক থেকে আহার করো। আর তাঁর নিকটই  
পুনরুত্থান।’<sup>৫৭</sup>

তাই যে ব্যক্তি রিজিক অশেষণে কাজ করবে, সে-ই আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি  
কোনো কারণ ছাড়া অলস বসে থাকবে, তার পক্ষে কখনোই হালাল রিজিক অশেষণ করা সম্ভব  
নয়। তাকে হয় না খেয়ে থাকতে হবে, না হয় অন্যের ওপর জুলুম করে নিজের রসদ জোগাতে  
হবে।

ইসলামে যে ইবাদত করার কথা বলা হয়েছে, সেটিও কিন্তু মানুষকে কাজ করতে নিরুৎসাহিত  
করে না; বরং নিয়ত ঠিক রেখে জীবিকা উপার্জন করলে তা-ও ইবাদতে গণ্য হয়। তা ছাড়া  
দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে তো বেশি সময় লাগে না; কয়েক মিনিটের ব্যাপার  
মাত্র।

জুমাবারে মুসলমানগণ জুমার সালাত আদায় করেন। সপ্তাহের অন্যান্য দিনের সঙ্গে এ দিনের  
পার্থক্য কেবল এখানেই। ইসলাম কিন্তু বলেনি, এ দিন কাজ না করে বসে থাকতে হবে। কেউ  
যদি চায়, নামাজ-কালাম ঠিক রেখে এ দিন সারাদিন কাজ করতে পারে, আবার বিশ্রামও নিতে  
পারে। এ ব্যাপারে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

‘হে মুমিনগণ! যখন জুমার দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর  
স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচাকেনা বর্জন করো। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি  
তোমরা জানতে। অতঃপর যখন সালাত শেষ হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর  
আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) হতে অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে  
তোমরা সফল হতে পারো।’<sup>৫৮</sup>

এই আয়াতে যেই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সেখান থেকে আমরা দেখি, মুসলমান জীবিকা উপার্জনের  
জন্য কাজে ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু কাজের মধ্যে যখন আজান শুনতে পাবে, তখন সে কাজ বন্ধ  
করে আল্লাহর স্মরণে (সালাতে) মগ্ন হবে। যখন সালাত শেষ হবে, পুনরায় সে তার কাজে  
যোগদান করবে, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

‘আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করা’ বলতে পবিত্র কুরআনে মূলত চাকরিবাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্যের  
মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের কথা বোঝানো হয়েছে। এর মাধ্যমে অলসতার নিন্দা করা হয়েছে  
এবং কর্মমুখরতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। মসজিদে বসে বসে আল্লাহর ইবাদতকারীদের  
ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে—

<sup>৫৭</sup> সূরা মুলক : ১৫

<sup>৫৮</sup> সূরা জুমুআ : ৯-১০



فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ-

‘সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদায় সম্মুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সেসব লোক, যাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর জিকির, সালাত কায়েম করা ও জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উলটে যাবে।’<sup>৫৯</sup>

এখানে কিন্তু কোনো পাদরি কিংবা সন্ন্যাসীর কথা বলা হয়নি; বরং এখানে বলা হয়েছে, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি ব্যস্ত মানুষের কথা, যাদের চাকরিবাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্য তাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে না। সম্পদের মোহে পড়ে তারা আল্লাহকে ভুলে যায় না। মুসলমান কখনো বসে থাকার নয়। সে তার নিজ হস্তদ্বয় কাজে লাগিয়ে উৎপাদনমুখী বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হবে; হতে পারে তা কৃষিকাজ, বিভিন্ন শিল্প, ব্যাবসা, বাণিজ্য, পশুপালন, শিকার করা, মাটি খনন করা ইত্যাদি। সে তার নিজ ও নিজ সমাজের প্রয়োজনে কাজ করে যাবে; কখনো হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে এসেছে—‘কোনো মুসলমান একটি বীজ বপন করল কিংবা চারা রোপণ করল। গাছটি বড়ো হওয়ার পর যদি পশু-পাখি সেই গাছের ফলমূল আহার করে, তাহলে সেই গাছ লাগানোর কাজটিও উক্ত মুসলমানের জন্য সাদাকা হিসেবে পরিগণিত হবে।’

সহিহ বুখারি ও মুসনাদে আহমাদের আরেক হাদিসে এসেছে—‘কারও যদি মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, আর তার হাতে রোপণ করার মতো কোনো চারা থাকে, তাহলে সুযোগ থাকলে সে যেন তা রোপণ করে নেয়।’ এর মানে হলো—একজন মুসলমান তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত কাজ করে যাবে; চাই সে উক্ত কাজের ফল ভোগ করার সুযোগ পাক কিংবা না পাক। তাকে কাজের জন্য কাজ করে যেতে হবে। এটিও ইবাদত, এটিও একপ্রকার জিহাদ তথা সংগ্রাম।

সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে—‘মানুষকে কর্ম করে খেতে হবে। নবি দাউদ (আ.)-ও কর্ম করে খেতেন।’ আরেক বর্ণনায় এসেছে—‘একজন সৎ ব্যবসায়ীর হাশর হবে শহিদদের সাথে।’

জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে মানুষের জন্য কী করা উত্তম, এ ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সে কি ব্যাবসা-বাণিজ্য করবে, চাকরি করবে নাকি কৃষিকাজ? এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সহিহ মত হচ্ছে, যখন যে কাজের প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন মানুষ সেই কাজই করবে। দেখা গেল, সবাই ব্যাবসা-বাণিজ্য, চাকরিবাকরির পেছনে ছুটছে; কিন্তু এদিকে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে

খাদ্যশস্যের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেবে; তখন কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আবার দেখা গেছে, মানুষ অন্যের জন্য কাজ করতে করতে তার গোলামে পরিণত হয়ে গেছে। তখন ওই ব্যক্তির জন্য কর্তব্য হচ্ছে, অন্যের গোলামি থেকে বেরিয়ে এসে নিজে কিছু করার চেষ্টা করা।

আবার যদি দেখা যায়, সমাজের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ছড়িয়ে পড়েছে, তারা মালে ভেজাল দিচ্ছে, ওজনে কম দিচ্ছে, পণ্যসামগ্রী গুদামজাত করে বাজারে এক কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে, তখন একদল সৎ ও উদ্যমী লোকের প্রয়োজন হবে। তারা বাজারের সকল অসামঞ্জস্যতা ভেঙে দিয়ে সড়াবে ব্যবসা শুরু করবে। তখনকার পরিস্থিতিতে এটাই হবে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত।